তারিখ 06 MAY 2005
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

ভোরের কাগজ

গুলশান বিআইটি স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শিশু নির্যাতনের অভিযোগ

কাগজ প্রতিবেদক : বারবার বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে বাবা আন্দোলন শুরু করার পর থেকেই স্কুলের প্রিন্সিপাল লুবনা ম্যাডাম ও হেডস্যার আমার ওপর নির্যাতন চালাতে আরম্ভ করেন। আমাকে ছাত্রদের সঙ্গে মিশতে দেওয়া হয় না। গেমস ও টিফিন পিরিয়ডে আমাকে পানিশমেন্ট কক্ষে বসিয়ে রাখা হয়। আমাকে ঠিকমতো টয়লেটেও যেতে দেওয়া হয় না। আমার খুব ভয় লাগে। মা-বাবা স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন বলে আমার মতো অনেক ছাত্রছাত্রীকেই স্কুলে মানসিকভাবে নির্যাতন চালানো হচ্ছে। আমি সকল শিশুর ওপর মানসিক নির্যাতনের অবসান চাই।

রাজধানীর গুলশানে অবস্থিত বিআইটি স্কুল কর্তৃপক্ষের সীমাহীন দুর্নীতি, অবৈধভাবে ছাত্রছাত্রী বহিষ্কার, শিক্ষার্থীদের মানসিক হয়রানি ও অযৌক্তিকভাবে বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিআইটি স্কুল গার্ডিয়ান ফোরাম আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এভাবেই নির্যাতনের কাহিনী বর্ণনা করলো প্রে-গ্রুপের ছাত্র আশরাফুল আলম মিলকী।

গত শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বিআইটি গার্ডিয়ান ফোরামের সদস্য সচিব রওশন আলম মিলকী। উপস্থিত ছিলেন ফোরামের আহ্বায়ক মিসেস রীনা রহমান। এডভোকেট রফিকুল ইসলাম রিপন, নুরুল আবসার, জেসমিন সুলতানা প্রমুখ।

রওশন আলম মিলকী তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, অযৌক্তিকভাবে বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গার্ডিয়ান ফোরাম ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে মামলা দায়ের করার পর দুই দফায় কর্তৃপক্ষের বেতন বৃদ্ধির ওপর স্থগিতাদেশ জারি করে আদালত। সর্বশেষ স্থগিতাদেশ জারি করা হয় গত ১১ এপ্রিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আদালতের আদেশ অমান্য করে বেতন বৃদ্ধি করে চলেছে। বলা হচ্ছে, আদালতের আদেশ নয় লুবনা চৌধুরীর আদেশই চূড়ান্ত।

বর্ধিত বেতন দিতে অস্বীকৃতি জানালে ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সুপ্রিম কোর্টের এডভোকেট ফজলুর রহমানের তিন সন্তানকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়। এখন বলা হচ্ছে, মামলা তুলে নেওয়া না হলে আপনাদের সন্তানদের গুম করে ফেলা হবে।

গার্ডিয়ান ফোরামের বিভিন্ন সদস্যকে টেলিফোন ও চিঠির মাধ্যমে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। সম্মেলনে উপস্থিত সকল শিক্ষার্থী ও গার্ডিয়ান ফোরাম সদস্যরা এ ব্যাপারে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।